জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

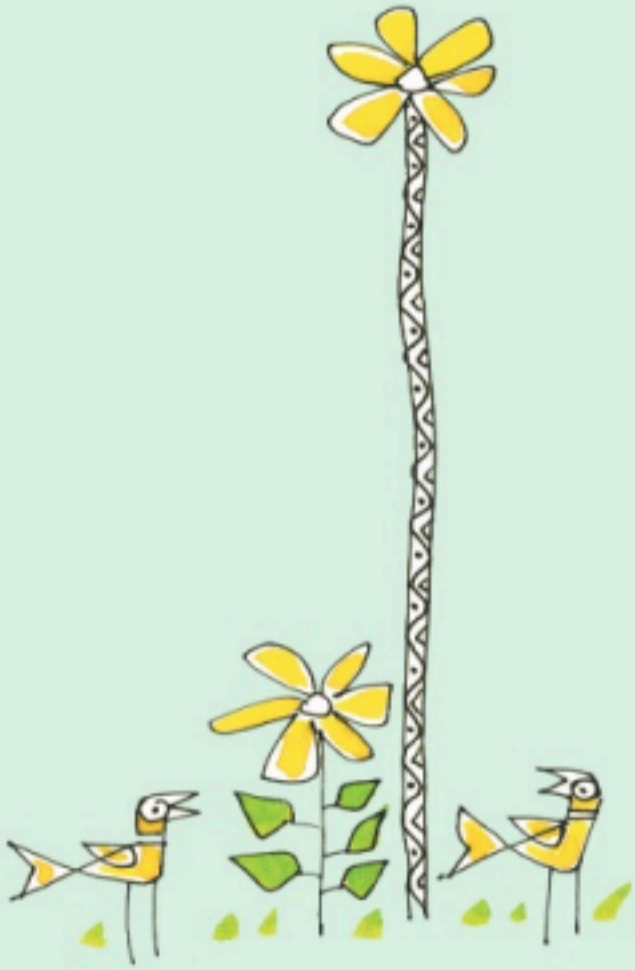

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া
মুহাম্মাদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন
মোঃ আরিফুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পঞ্চম শ্রেণির জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের আদর্শ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সক্ষম হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

পৃষ্ঠা

আল্লাহ তায়ালার পরিচয় ০১
আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ০৪
আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা ০৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ০৮
আল্লাহ অতি সহনশীল ০৮
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ০৯
নবি-রাসুলের পরিচয় ১০
আখিরাতের প্রতি ইমান ১২
কবরে সওয়াল-জওয়াব ১৩
কবরে আজাব অথবা আরাম ১৪
কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম ১৫
আখিরাতে বিশ্বাসের নৈতিক উপকার ১৬
একজন মুসলিমের চরিত্র ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

ইবাদত ২১
পাক-পবিত্রতা ২৩
সালাত ২৩
সালাতের সময় ২৫
সালাত আদায়ের নিয়ম ২৮
সালাতের আহকাম-আরকান ৩৪
সালাতের ওয়াজিব ৩৬
মসজিদের আদব ৩৭
সাওম ৩৯
যাকাত ৪২
হজ ৪৪
কুরবানি ৪৭
আকিকা ৫০
ব্যবহারিক দোয়া ৫১
পরিচ্ছন্নতা ৫৩
ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা ৫৪
সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনী ৬৩
সৃষ্টির সেবা ৬৪
দেশপ্রেম ৬৭
ক্ষমা ৬৯
ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ৭১
সততা ৭৩

পৃষ্ঠা

পিতা-মাতার খেদমত ৭৫
শ্রমের মর্যাদা ৭৭
মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ৮০
পরিবেশ ৮২
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয় ৯০
তাজবিদ, মাখরাজ ৯১
ওয়াক্‌ফ বা বিরাম চিহ্ন ৯৪
গুন্নাহ ৯৫
সূরা ফীল ৯৬
সূরা কুরায়শ ৯৭
সূরা মা'উন ৯৮
সূরা কাওছার ৯৯
সূরা কাফিরুন ১০০

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

মহানবি (স)-এর জন্ম ও পরিচয় ১০৪
শৈশব ও কৈশোর ১০৫
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ১০৬
হযরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ ১০৭
নবুয়ত লাভ ১০৮
ইমানের দাওয়াত ১০৯
ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন ১১০
মিরাজে গমন ১১১
মদিনায় হিজরত ১১২
আল্লাহর ওপর মহানবি (স)-এর গভীর আস্থা ও অটল বিশ্বাস ১১২
মদিনা সনদ ১১৩
বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ ১১৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি ১১৬
মক্কা বিজয় ১১৭
ক্ষমা ১১৭
বিদায় হজ ১১৮
কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম ১২০
হযরত আদম (আ) ১২০
হযরত নূহ (আ) ১২২
হযরত ইবরাহীম (আ) ১২৫
হযরত দাউদ (আ) ১২৮
হযরত সুলায়মান (আ) ১২৯
হযরত ঈসা (আ) ১৩০

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ اَلْعَقَائِدُ বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আমরা জানি, কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাটসহ আরও অনেক কিছু তৈরি করে। রাজমিস্ত্রি ইটের ওপর ইট সাজিয়ে দালানকোঠা তৈরি করে। বড় বড় ইমারত তৈরি করে। এসব কোনো কিছুই নিজে নিজে তৈরি হয় না। কেউ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না।

আমাদের মাথার ওপর সুন্দর সুনীল আকাশ, মিটিমিটি তারা, গ্রহ–উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় প্রখর সূর্য নিজে নিজেই কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? না, সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি কে? তিনি মহান আল্লাহ।

সবার আগে আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। কেননা মহান আল্লাহ আছেন এ সম্পর্কে যদি আমাদের পূর্ণ ইমান না থাকে, তা হলে কী করে আল্লাহর আদেশ মতো চলব? এর সাথে সাথে প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে জানা। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন– এর ওপর আমাদের দৃঢ় ইমান থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান না থাকলে ইসলামের সরল সহজ পথে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করার সঠিক পথ কোনটি। কী কী কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আমরা করব? আর কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন; যা থেকে আমরা দূরে থাকব। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন ও বিধানের

জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য ফরজ। আল্লাহর বিধান আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আমাদের পড়তে হবে ও বুঝতে হবে। আল্লাহর আদেশগুলো পালন করতে হবে। নিষেধ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমাদের আরও জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার পরিণাম কি? আর তাঁর আদেশ মেনে চলার পুরস্কারই বা কী? এ উদ্দেশ্যে আমাদের কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানা ও ইমান থাকা অপরিহার্য। এ আলোচনায় যেসব বিষয় জানতে ও বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলি, তাঁর বিধান এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় মুমিন। আর ইমানের ফল হলো মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

দলীয় কাজ: আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য যেসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরি শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ–আলোচনা করে সেসব বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে বড় বড় করে লিখবে।

আমরা জানলাম আনুগত্যের জন্য ইমানের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর গুণাবলি, তাঁর দেওয়া বিধান ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানব?

আমাদের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি, যা তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

কত সুন্দর আমাদের এই দেশ! কত সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী! সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠভরা সোনালি ধান। বন, বাগান, গাছ–গাছালি। কুল কুল শব্দে বয়ে যায় নদী। ওপরে নীল আকাশ। রাতে তারা ঝলমল করে। কোনো সময় শীত। কোনো সময় গরম। কোনো সময় ঝরে বৃষ্টি। এ সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এসব নিদর্শনের ভেতরে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণের প্রকাশ। তাঁর হেকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরত, তাঁর দয়া, তাঁর লালন–পালন, এক কথায় তাঁর সব গুণের পরিচয়। এসব নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এসব সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে মানুষেরই মধ্য থেকে এমন সব মহামানব সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের তিনি দিয়েছেন নিজের গুণাবলি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে, তার নিয়মই তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন। এরপর তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের নিকট এসব পৌঁছে দিতে। এঁরাই হচ্ছেন আল্লাহর নবি–রাসুল। তাঁদের জ্ঞানদানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহি। আর যে কিতাবে তাঁদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব। কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব।

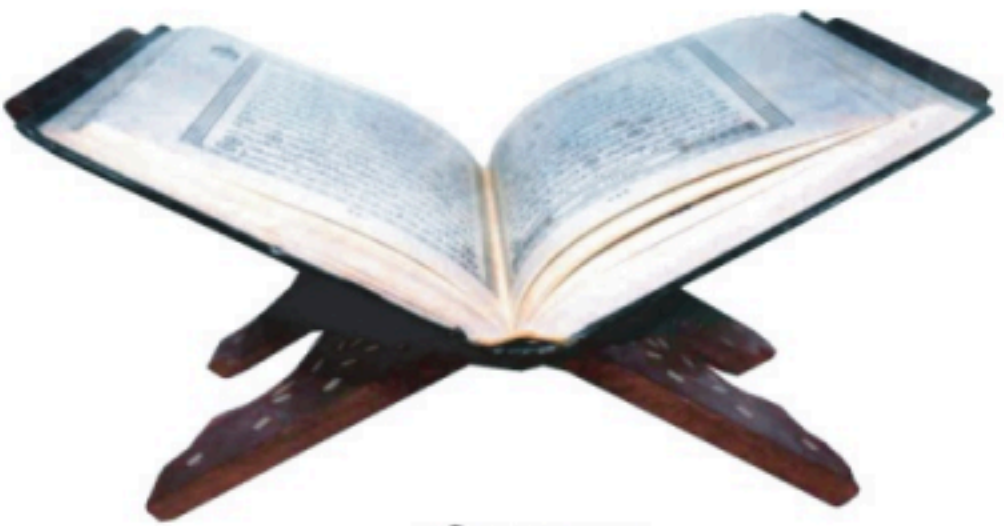

ছবি: আল কুরআন

পরিকল্পিত কাজ : আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দশটি সৃষ্টির একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি

মহান আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো সুন্দর নাম আছে এগুলোকে আসমাউল হুসনা বলে। আল্লাহ তায়ালার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলে চরিত্র ভালো হয়। ভালো মানুষ হওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ দয়ালু। তিনি সবাইকে দয়া করেন। আমরাও সবাইকে দয়া করব। আল্লাহ 'রব'। তিনি সকল সৃষ্টিকে লালনপালন করেন। আমরাও তাঁর সৃষ্টিকে যথাসাধ্য লালনপালন করব। আল্লাহ 'রাজ্জাক'। তিনি সবার খাদ্য দেন। আমরাও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। তাই ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তাখাল্লাকু বিআখলাক্বিল্লাহ – تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।"

আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে আল্লাহর আদেশমতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন
সব কথা শোনেন,
সবকিছুর খবর রাখেন।

এ কথাগুলো জানা থাকলে এবং এ কথাগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে কারও পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়। ঠিকভাবে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে।

কুরআন মজিদে মহান আল্লাহর অনেক গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কয়েকটি গুণের কথা আমরা জানব।

আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এই আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি। এখন আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালনপালন করেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, সবারই খাদ্যের প্রয়োজন

গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘরসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য

হয়। লালন-পালনের দরকার পড়ে। সবার খাদ্য এক রকম নয়। আমরা ভাত, মাছ, গোশত, ফলমূল খাই। পশুপাখি খায় ঘাস ও পোকামাকড় ইত্যাদি। কিন্তু গাছপালা এসব কিছু খেতে পারে না। গাছপালার মুখ নেই। তারা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে পানি শুষে নেয়। আর বাতাস থেকে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এ দিয়ে তারা খাদ্য তৈরি করে।

আমরা সব সময় শ্বাস নিই এবং শ্বাস ফেলি। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কোনো জীব বাঁচে না। জীবের শ্বাস ফেলার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত বায়ু বের হয়। গাছ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির উপাদান হিসেবে। আর আমাদের জন্য ছাড়ে অক্সিজেন। শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় আল্লাহর মহিমা কত বড়। আমাদের জন্য যা বিষ, গাছপালার জন্য তা খাদ্য তৈরির উপাদান। গাছপালার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, ফলমূল ও খাদ্য পাই। কতভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের লালন-পালন করেন।

সূর্যোদয়ের দৃশ্য

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। পানি ছাড়া গাছপালাও বাঁচে না। প্রতিদিন আমাদের প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হয়। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই?

প্রতিদিন সূর্যের তাপে নদীনালা, খালবিল ও সাগরের পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্প বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে ঠান্ডা হলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। এই পানির কিছু অংশ মাটির নিচে জমা হয় আর কিছু অংশ পুকুর, নদীনালা, খালবিল ও সাগরে গিয়ে পড়ে।

মাটির নিচে জমা পানি কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে আমরা পাই। এ পানি বিশুদ্ধ পানি। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নদনদী, খালবিল এবং পুকুরের পানিও আমরা ব্যবহার করি। এসবের পানি যাতে বিশুদ্ধ থাকে, আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব।

ভাবতে অবাক লাগে, পরম করুণাময় আল্লাহ পানিচক্রের মাধ্যমে কেমন করে আমাদের প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ পানির জোগান দিয়ে চলেছেন। এ পানি, বৃষ্টি, নদীনালা, সাগর ও মহাসাগর সবই আল্লাহর দান।

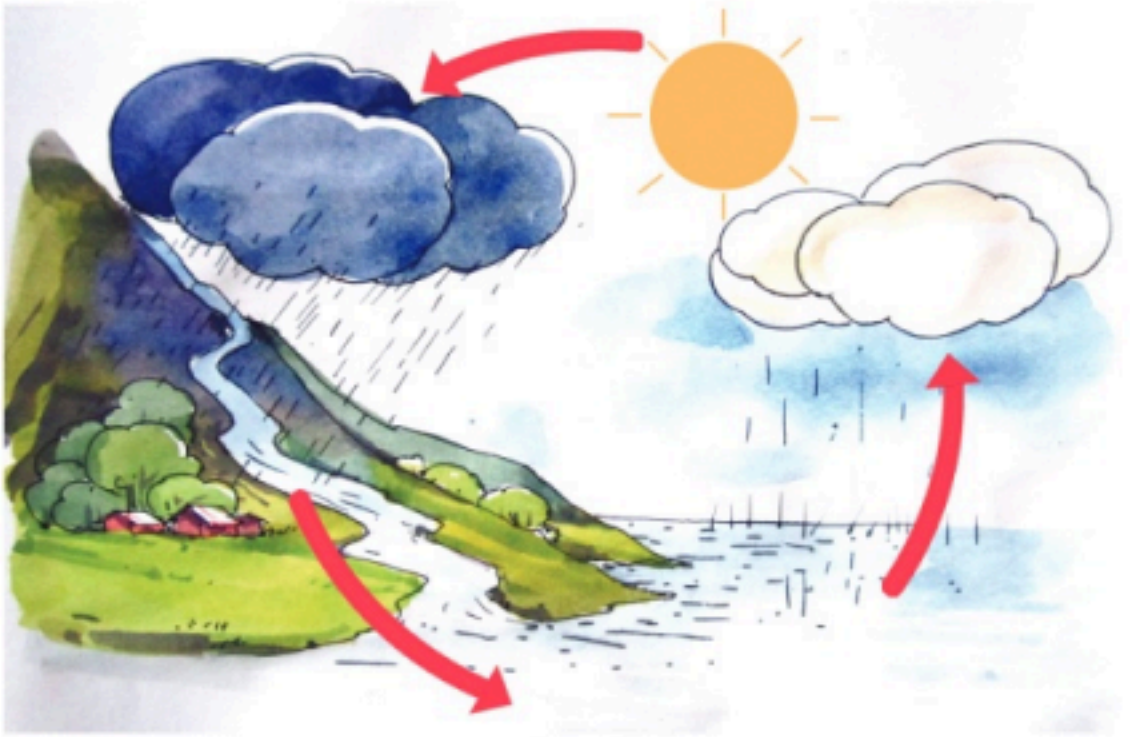

চিত্র: পানিচক্র

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? এ পানি মেঘ থেকে তোমরাই নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি?'

(সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮–৬৯)

আলো, বাতাস, পানি সবই আল্লাহ তায়ালার দান। আল্লাহই খাদ্য দেন। ছোট থেকে বড় করেন। সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। অসংখ্য তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না। তাঁর নিয়ামত লাভ করেই আমরা বেঁচে আছি। তিনিই সারা বিশ্ব লালন–পালন করছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা।

চন্দ্র–সূর্য, পশু–পাখি, জীব–জন্তু, আলো–বাতাস, পাহাড়–পর্বত, গাছ–পালা, সাগর–মহাসাগর, আসমান–জমিন সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর আদেশ মতো তাঁর সব নিয়ামত ভোগ করব। আর একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করব। তাঁরই শোকর আদায় করব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

অর্থ: সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর,যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা।

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' এবং এর ওপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও"।(সূরা: হা–মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩০)

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পানিচক্রের একটি ছবি আঁকবে।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (اَللّٰهُ غَفُوْرٌ)

মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অন্যায় করে ফেলে। পাপ কর্ম করে বসে। তখন যদি সে অনুতপ্ত হয়, ভুল স্বীকার করে, পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩)

আমাদের ভুল হলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইব। আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবেন। এরপর আমরা সাবধান থাকব, যেন আর কোনো ভুল না হয়।

আল্লাহ অতি সহনশীল (اَللّٰهُ حَلِيْمٌ)

আমরা অনেক সময় অপরাধ করি। আল্লাহ আদেশ লঙ্ঘন করি। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে শাস্তি দেন না। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের অপরাধের জন্য সাথে সাথে শাস্তি দিতেন তাহলে আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম না। আল্লাহ অতি সহনশীল। তিনি সহনশীলতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ওয়াল্লাহু আলীমুন হালীম

অর্থ : আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল। (সূরা নিসা,আয়াত: ১২)

আল্লাহ সর্বশ্রোতা (اَللّٰهُ سَمِيْعٌ)

আল্লাহ সব শোনেন। আমরা প্রকাশ্যে যা বলি, তা তিনি শোনেন। গোপনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। আমরা মনে মনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। তাঁর কাছে গোপন কিছুই নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔ ইন্নাল্লাহা সামীউন আলিম

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮১)

আমরা অন্যায় কিছু বলব না। কারণ আল্লাহ তায়ালা শোনেন। আমরা কাউকে গালি দেব না, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। মিথ্যা কথা বলব না। ওয়াদা ভঙ্গ করব না। কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না। কারণ মহান আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।

আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা (اَللّٰهُ بَصِيْرٌ)

আমরা অনেক কিছুই দেখি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন। আমরা গোপনে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। প্রকাশ্যে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। সাগরের তলদেশে, গভীর অন্ধকারে ক্ষুদ্র পোকার নড়াচড়াও তিনি দেখেন। তাঁর কাছে অদৃশ্য কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ইন্নাল্লাহা সামীউন বাসির

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। (সূরা লোকমান, আয়াত: ২৮)

আমরা কর্তব্য কাজে অবহেলা করব না। কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করব না। অন্যায় কাজ করব না। কারো ওপরে অত্যাচার করব না। কারণ মহান আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আমরা জানি, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর শক্তির অধীন। আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন।
যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন।
যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন
যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন
আর যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা দান করেন।

আমরা জানলাম, আল্লাহ পালনকর্তা। আমরাও সৃষ্টজীবকে লালন-পালন করব।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আমরা ক্ষমা করতে শিখব। আল্লাহ অতি সহনশীল। আমরাও সহনশীল হব। ধৈর্য ধরব। আল্লাহ সব শোনেন। আমরা অন্যায় কথা কখনো বলব না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমরা ইমান রাখব জীবনের সুখ-দুঃখের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ওপর।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সাতটি গুণবাচক নামের তালিকা তৈরি করবে।

নবি-রাসুলের পরিচয়

তাওহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে রিসালাত। রিসালাত অর্থ বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌঁছায়, তাকে বলা হয় বার্তাবাহক বা রাসুল। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে নিয়ে পৌঁছে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন, তাঁকে নবি বা রাসুল বলা হয়। নবি-রাসুলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আমরা জানি, যিনি গাড়ি তৈরি করেন তিনিই এর কলকব্জা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। কীভাবে গাড়ি চালালে ভালো থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটবে না, তা তিনিই ভালো জানেন। সবাই তার কথামতো গাড়ি চালায়। তার কথামতো না চালালে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়।

মানুষ, পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই সবকিছুর লালনপালন করেন। তিনিই জানেন কিসে রয়েছে মানুষের মঙ্গল। কোন পথে চললে মানুষের সুখ হবে, শান্তি হবে, তাও তিনি জানেন। কীভাবে জীবনযাপন করলে দুঃখ থেকে বাঁচা যায়, কষ্ট থেকে বাঁচা যায়, তাও তিনি জানেন। তিনি মহাজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞান রাখেন।

কোন পথে মানুষের কল্যাণ, কোন পথে মানুষের সুখ, কোন পথে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে মঙ্গলময়, কোন পথে রয়েছে মানুষের ক্ষতি– এসব বিষয় আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন নবি ও রাসুল।

নবি–রাসুলগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁরা নিষ্পাপ। আল্লাহর নিকট থেকে ওহির মাধমে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী। হযরত জিবরাইল (আ) ওহি নবি–রাসুলগণের কাছে নিয়ে আসতেন।

নবি–রাসুলগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আর আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে মানুষের জীবন গঠন করা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে ডাকতে অনেক কষ্ট করেছেন। কিছুতেই তাঁরা থেমে যান নি। অবিচলভাবে কাজ করে গিয়েছেন।

নবি–রাসুলগণের মূল শিক্ষা ছিল :

১. তাওহিদ : আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।
২. রিসালাত : আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো।
৩. দীন : আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো।
৪. আখলাক : চারিত্রিক গুণ ও ভালো ব্যবহারের নিয়ম–কানুন শিক্ষাদান।
৫. শরিয়ত : হালাল–হারাম ও জায়েজ–নাজায়েজের শিক্ষা প্রদান।
৬. আখিরাত : মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো।

পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকার মানুষকে এই কথাগুলো শেখানোর জন্য নবি–রাসুলগণ এসেছেন। তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শক।